করমের যুগ এসেছে

মুকুন্দ দাস

পড়ার আগে ভাবো

অলস, নিদ্রিত, পরাধীন দেশবাসীকে যুগ সম্বন্ধে সচেতন করে কবি কর্মী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান স্বাধীন ভারতে তোমরা কি যুগ সম্বন্ধে সচেতন ?

করমের যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে।
মোরা শুধু রব কি শয়ান ?
চিরদিন রব নীচে, চলব সবার পিছে পিছে
সহিব কি শত অপমান ।।
জেগেছে জগতে সবে বসে নাই কেউ নীরবে
একসুরে ধরিয়াছে তান,
নিজেরে ভেবো না হীন, ধনী, মানী, দুখী, দীন
রাজা, প্রজা সকলি সমান ।।
সেই সুরে সুর মিলায়ে করম-পতাকা লয়ে
দলে দলে হওরে আগুয়ান।
দ্বেষ, হিংসা পায়ে দলে আয় ছুটে আয়রে চ'লে
চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমান ।।

মরণ-সাগর পার　　　যেতে হবে সবাকার
দিন গেল বেলা অবসান ।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়　　　উঠে পড়ো খেয়া নায়
ভয় নাই, মাঝি ভগবান ।।

জেনে রাখো

শয়ান	—	শয়ন (কাব্যের ভাষায় 'শয়ান')
আগুয়ান	—	এগিয়ে চলা
খেয়া	—	নৌকা

কাব্যের প্রয়োজনে কিছু কিছু শব্দে রেফের পরিবর্তে 'র' এর প্রয়োগ হয় । শব্দগুলি লক্ষ্য করো ।

ধর্ম	—	ধরম
বর্ণ	—	বরণ
মর্ম	—	মরম
বর্ষ	—	বরষ
বর্ষা	—	বরষা
হর্ষ	—	হরষ
স্পর্শ	—	পরশ
পূর্ব	—	পূরব
পূর্ণ	—	পূরণ

কবি পরিচয়

[মুকুন্দ দাস (১৮৭৮ - ১৯৩৪) চারণ কবি নামে খ্যাত । স্কুলের শিক্ষা বেশি দূর ছিল না । পিতার মুদির দোকানে বসতেন । ছোটবেলা গ্রামের দুরন্ত ছেলেদের নিয়ে দস্যিপনা করে বেড়াতেন । বরিশালের নায়েব-নাজীর

বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনের দলে ১৯ বৎসর বয়সে যোগ দেন । পরে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেই একটি কীর্তনের দল তৈরী করে নেন । ১৯০২ সালে রামানন্দ বা হরিবোলানন্দ নামে এক ত্যাগী সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মুকুন্দ দাস নাম গ্রহণ করেন । দেশ বরেণ্য অশ্বিনী কুমার দত্ত তাঁকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করেন । বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তাঁর সাধন-সংগীতে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় হয়েছে । শেষ পর্যন্ত তিনি বিধিসম্মত ভাবে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হননি । কালী ও রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের সঙ্গে মুসলমান মালীর জন্য মসজিদেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রখ্যাত কীর্তনিয়া যোগেশ পালের কীর্তনের আসরে নিয়মিত যেতেন । নিজে গান ও যাত্রাপালা রচনা করেন । 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন । অন্য গীতিকারের লেখা গান যেমন, মনোমোহন চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনী দত্তের গান গাইতেন । বিভিন্ন দেশবরেণ্য নেতা এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন । তাঁর 'মাতৃপূজা' পালাগানটি এক সময় যুব-সমাজকে উদ্বেলিত করে । গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশী যাত্রাভিনয় করে জন জাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস করার জন্য তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয় । প্রথমে ১৯০৮ সালে গ্রেপ্তার হন এবং জামিনে খালাস হন । ভবরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপূজা' গীত সংকলনে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় – "ছিল ধান গোলা ভরা শ্বেত ইদুঁরে করল সারা । সরকার এর মধ্যে রাজদ্রোহের সংকেত পান । ফলে মুকুন্দ দাসের তিন বছর কারাদন্ড ও সেই সঙ্গে জরিমানা হয় । জরিমানার টাকা দিতে পৈতৃক দোকান বিক্রি হয়ে যায় ।

পরবর্তী কালে অসহযোগ আন্দোলন (১৯১২), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) চলাকালে তাঁর যাত্রাপালা গান জনসাধারণের মনে প্রবল স্বদেশ চেতনার সৃষ্টি করে । তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা – সাধন সংগীত, পল্লী সেবা, পথ, সাথী, সমাজ, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি । সারাজীবনে বহু পুরস্কার পান । যেখানে পালাগান বা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করতেন সেখানেই আয়োজকরা আবেগে আপ্লুত হয়ে মেডেল দিয়ে তাকে সম্মানিত করতেন । এই ভাবে প্রায় সাত শো মেডেল তিনি পেয়েছিলেন বলে জানা গেছে ।

কাব্য পরিচয়

কবি পরাধীন ভারতে ভারতবাসীকে জাগরিত করে কর্মযজ্ঞে আহ্বান জানিয়েছেন । কবি চেয়েছেন জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচের শ্রেণি বিভেদকে তুচ্ছ করে সংঘবদ্ধ ভারতবাসী বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করবে । ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনে মৃত্যু অনিবার্য সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশোদ্ধারে অবতীর্ণ হতে বলেছেন । কাব্যের শেষে কবি ভারতবাসীকে অভয় দিয়ে বলেছেন, এই দেশরূপী নৌকার মাঝি স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং নির্ভয়ে দেশবাসী যেন এগিয়ে আসে ।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. মুকুন্দ দাস, লিখিত কবিতাটির নাম কী ?

(ক) উজান ডিঙি (খ) করমের যুগ এসেছে

(গ) পূজারি (ঘ) ভৌগোলিক

2. খেয়া শব্দটির অর্থ কী ?

(ক) নৌকা (খ) মাঝি

(গ) জাহাজ (ঘ) নদীর ঘাট

3. কিসের পতাকা নিয়ে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ?

(ক) ধর্মের (খ) কর্মের

(গ) জাতির (ঘ) নীতির

4. কবিতাটিতে খেয়া নৌকার মাঝি কে ?

(ক) ভগবান (খ) কবি

(গ) পাটনী (ঘ) পথিক

অতি সংক্ষেপে লেখো

5. কিসের যুগ আসার কথা কবি বলেছেন ?

6. কর্মের যুগ আসায় সবাই কী করছে ?

7. সবাইকে একদিন কোথায় যেতে হবে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

8. এই কবিতাটির মাধ্যমে কবি কিভাবে অলস, পরাধীন দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেয়েছেন ?

9. "মরণ - সাগর পার যেতে হবে সবাকার,
তরী বুঝি ছেড়ে যায় উঠে পড়ো খেয়া নায়
ভয় নাই, মাঝি ভগবান ।।

'করমের যুগ এসেছে' কবিতাটি অবলম্বনে উপরের পংক্তিগুলি কবি কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে লেখো ।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

নীচে	নীরবে
ধনী	রাজা
হিংসা	দিন